রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজের অগ্রগতি

বর্তমান সরকার 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা (Power Sector Master Plan) গ্রহণ করেছে। সরকারের এ মহাপরিকল্পনায় ২০,০০০ মেগাওয়াট এর ১০% বিদ্যুৎ পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পাবনা জেলার রূপপুরে প্রতিটি ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিট সংবলিত মোট ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

১. ২১ মে ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একটি MOU এবং একটি Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়;

২. ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে ১৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ ও পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ Site Specific Study বিষয়ক কার্যক্রম যৌথভাবে পর্যালোচনা করেন;

৩. রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান সরকারের মধ্যে ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;

৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরকালে গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit সংক্রান্ত একটি Agreement এবং প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজে অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়;

৫. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)'-শীর্ষক প্রকল্প ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অধীন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও রাশিয়ান ঠিকাদার Atomstroyexport-এর মধ্যে মোট ৪টি চুক্তির মাধ্যমে এর কার্যাবলি সম্পাদন করা হবে;

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন;

৭. উল্লিখিত চারটি চুক্তির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় চুক্তি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটির অনুমোদনক্রমে স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তির আওতাধীন কার্যাবলি চলমান আছে। প্রথম চুক্তির আওতায় Development of Feasibility Evaluation, Environmental Impact Assessment (EIA), Site Engineering Survey ও Environmental Studies এবং দ্বিতীয় চুক্তির আওতায় Development of Design Documentation, First Priority Working Documentation and Engineering Survey for the Design Stage ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হবে;

৮. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে একটি কোম্পানি গঠনের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)' প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন